বেদ

শত বাণী

বিশ্বাসীর হৃদয়েই প্রভু বসবাস করেন।
আমাদের দেহই হোক প্রভুর মন্দির।
আমরা যেন চিরদিন তাঁর সত্যিকারের
দাস হিসেবে থাকতে পারি।
আমাদের জীবনের সকল অর্জন যেন
তাঁর চরণে সমর্পণ করতে পারি।

—*ঋগ্‌বেদ :* **১.৯১.১৩**

বেদ
শত বাণী

বেদ শত বাণী

পণ্ডিত সত্যকাম বিদ্যালঙ্কার

প্রকাশক

মায়িশা তাবাসসুম

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন

৩১/ভি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সড়ক
শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭
ফোন : ২২২২২১৪৪১, ০১৭১৪-৯৭৪৩৩৩
E-mail : info@quantummethod.org.bd

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ২০২৫

মুদ্রাকর

প্রজ্ঞাপ্রকাশ

ইসলাম ভবন (২য় তলা),
৬৮ ফকিরাপুল বাজার রোড, ঢাকা-১০০০

মূল্য

৫৫ টাকা

[এ বই থেকে প্রাপ্ত আয় সৃষ্টির সেবায় নিবেদিত]

ISBN : 978-984-37-0362-0

বেদ
শত বাণী
(ইংরেজি থেকে অনূদিত বাংলা মর্মার্থ)

পণ্ডিত সত্যকাম বিদ্যালঙ্কার

আরো কিছু কোয়ান্টাম প্রকাশনা

- শুদ্ধাচার
- আত্মনির্মাণ
- জীবন বদলের চাবিকাঠি অটোসাজেশন
- আলোকিত জীবনের হাজার সূত্র কোয়ান্টাম কণিকা
- 1001 Autosuggestions to change your life
- কোয়ান্টাম কণিকা
- কাজ প্রেম দেশ
- কোয়ান্টাম ভাবনা ফিউশন
- রোগ নিরাময়ে কোয়ান্টাম ব্যায়াম ও সৌন্দর্যচর্চা
- সুস্থ দেহ প্রশান্ত মন

বেদের শ্লোক জ্ঞানের প্রাচীন উৎস

বেদের আস্তিকতা সহজসরল নির্ভেজাল একেশ্বরবাদে বিশ্বাস। প্রভু একক, অদ্বিতীয় এবং সর্বশক্তিমান। দৃশ্যমান সকল শক্তির পেছনে রয়েছে তাঁরই মহাশক্তি। সকল আলোর নেপথ্যে রয়েছে তাঁরই মহাজ্যোতি।

অঙ্গের নড়াচড়ায় মানবদেহে আত্মার উপস্থিতি যেমন স্বীকৃত হয়, তেমনি স্রষ্টার সৃষ্টির সুপরিকল্পিত গতিশীলতার দিকে তাকালেই মহাশক্তিমান প্রভুকে আমরা উপলব্ধি করতে পারি। *—স্বামী সত্যপ্রকাশ সরস্বতী*

[স্বামী সত্যপ্রকাশ সরস্বতীর ভূমিকা সম্বলিত পণ্ডিত সত্যকাম বিদ্যালঙ্কারের ইংরেজি অনুবাদ *The Holy Vedas* থেকে কিছু বাণীর সরল বাংলা মর্মার্থই বেদ শত বাণী]

সদাসর্বত্র বিরাজমান তন্দ্রা-নিদ্রাহীন
সদা সজাগ প্রতিনিয়ত করুণা বর্ষণকারী
সর্বশক্তিমান হে প্রভু!
আমরা শুধু তোমারই মহিমা স্মরণ করি,
তোমারই জয়গান গাই।
প্রভু হে! আমাদের সর্বোত্তম আত্মিক পথে
আলোকিত পথে পরিচালনা করো।
আমরা যেন সবসময় সত্য-মিথ্যার
পার্থক্যকে অনুধাবন করতে পারি।

[ঋগ্‌বেদ : ৩.৬২.১০]

সত্যজ্ঞানী তিনিই,
যিনি জানেন প্রভু এক এবং অদ্বিতীয়।
তিনি সর্বশক্তিমান এবং সর্ববিষয়ে
একক ক্ষমতার অধিকারী।
প্রাণ এবং নিষ্প্রাণের
সবকিছুই তাঁর নখদর্পণে।
সকল ক্ষমতার কেন্দ্র
তিনি একক অনন্য।

[অথর্ববেদ : ১৩.৫.১৪-২১]

স্বর্গীয় জ্যোতি ও
আনন্দ উপলব্ধির প্রতীক
‘ওম’ স্থাপিত হোক
তোমার হৃদয়ে অনন্তকালের জন্যে।

[যজুর্বেদ : ২.১৩]

মহাপ্রভুর দৃষ্টিতে কেউই বড় নয়,
কেউই ছোট নয়, সবাই সমান।
প্রভুর আশীর্বাদ সবারই জন্যে।

[ঋগ্‌বেদ : ৫.৬০.৫]

হে নেতা! হে পুরোধা!
ঈশ্বরের গুণাবলিতে গুণান্বিত হও।

[যজুর্বেদ : ১.১৮]

অলস মস্তিষ্ক
কুচিন্তার সহজ শিকার।

[ঋগ্‌বেদ : ১০.২২.৮]

মন চলে যায় আকাশে,
পাতালে, পাহাড়ে, সাগরে।
মনকে নিয়ে আসো নিজেরই অন্তরে,
যেন তা থাকে তোমারই নিয়ন্ত্রণে।

[ঋগ্‌বেদ : ১০.৫৮.২]

সৃষ্টা-প্রেমের অমিয়ধারা
প্রবাহিত হোক আমাদের অন্তরে,
আমাদের শিরায় শিরায়।
তাহলেই আমরা সকল প্রতিকূলতার
মুখোমুখি দাঁড়াতে পারব প্রশান্ত প্রত্যয়ে।

[ঋগ্বেদ : ৮.৩২.১২]

হে নেতা! হে পুরোধা!
পাহাড়ের মতো দৃঢ় ও অজেয় হও।
কর্তব্য পালনে সবসময় অবিচল থাকো।

[যজুর্বেদ : ১২.১৭]

যারা সৎপথে কঠোর পরিশ্রম করে
এবং পরস্পরকে সহযোগিতা করে
তাদেরকেই প্রভু সাহায্য করেন।

[ঋগ্বেদ : ৪.২৩.৭]

সৎকর্ম মানুষকে দৃঢ় ও সাহসী করে।
দেহ-মনকে রোগ ও
পাপ থেকে মুক্ত রাখে।
সকল প্রতিকূলতার ওপর বিজয়ী করে।

[ঋগ্‌বেদ : ৫.১৫.৩]

হে মানুষ!
স্বনির্ভর হও!
বাইরের সাহায্যের দাসে
পরিণত হয়ো না।

[যজুর্বেদ : ৬.১২]

হে প্রভু!
আমাদের সর্বোত্তম সম্পদ দান করো;
দান করো কালজয়ী মন,
আত্মিক সুষমা,
অনন্ত যৌবন,
আলোকোজ্জ্বল রূপ আর মধুর বচন।

[ঋগ্‌বেদ : ২.২১.৬]

হে মানুষ!
উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে
আন্তরিকতার সাথে পরিশ্রম করো।
দারিদ্র্য ও অসুস্থতা
তোমার কাছ থেকে পালিয়ে যাবে।

[অথর্ববেদ : ৬.৮১.১]

কখনো জুয়া খেলবে না।
পরিশ্রমলব্ধ সম্পদ ভোগ করো
ও পরিতৃপ্ত থাকো।
পরিশ্রমলব্ধ সম্পদই
সত্যিকারের সুখ দিতে পারে।

[ঋগ্‌বেদ : ১০.৩৪.১৩]

জীবনের প্রতিটি স্তরে
সব ধরনের ঋণ থেকে মুক্ত থাকো।

[অথর্ববেদ : ৬.১১৭.৩]

হে নেতা! হে পুরোধা!
নির্ভীকভাবে সত্যভাষণের
নৈতিক শক্তিতে
তোমাকে বলীয়ান হতে হবে।

[ঋগ্বেদ : ৮.৪৮.১৪]

স্বনির্মিত সহস্র শৃঙ্খলে
মানুষই নিজেকে বন্দি করে রেখেছে।

[ঋগ্‌বেদ : ৫.২.৭]

হে মানুষ!
ওঠো! দাঁড়াও!
পতিত হওয়া তোমার স্বভাবজাত নয়।
জ্ঞানের আলোকবর্তিকা
শুধু তোমাকেই দেয়া হয়েছে
যা দিয়ে তুমি সকল অন্ধকূপ
এড়িয়ে যেতে পারো।

[অথর্ববেদ : ৮.১.৬]

কর্কশ স্বরে কথা বোলো না,
তিক্ত কথা যেন মুখ ফসকে
বেরিয়ে না যায়।

[যজুর্বেদ : ৫.৮]

হে প্রভু!
সামর্থ্য দাও উদ্দীপনাময়
সুন্দর ও সাবলীল কথা বলার।

[ঋগ্‌বেদ : ১০.৯৮.৩]

সত্যিকারের ধার্মিক
সবসময় মিষ্টভাষী
ও অন্যের প্রতি সমমর্মী।

[সামবেদ : ২.৫১]

সমাজকে ভালবাসো।
ক্ষুধার্তকে অন্ন দাও।
দুর্গতকে সাহায্য করো।
সত্য-ন্যায়ের সংগ্রামে
সাহসী ভূমিকা রাখার
শক্তি অর্জন করো।

[ঋগ্‌বেদ : ৬.৭৫.৯]

নিঃশর্ত দানের জন্যে রয়েছে
চমৎকার পুরস্কার।
তারা লাভ করে
আশীর্বাদধন্য দীর্ঘজীবন
ও অমরত্ব।

[ঋগ্‌বেদ : ১.১২৫.৬]

ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখো এবং
সমাজের কল্যাণে
সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালাও।
তুমি পাবে সত্যিকার পরিতৃপ্তি।

[ঋগ্‌বেদ : ১.১৫.৭]

ধৈর্যসহকারে অনুসন্ধান,
অন্তর্দৃষ্টি এবং অর্জিত জ্ঞান
যথাযথ প্রয়োগ করে
জ্ঞানীরা মোক্ষলাভ করেন।

[ঋগ্‌বেদ : ১.১৪৫.২]

সমমর্মিতায় উজ্জীবিত হও।
ঠান্ডা মাথায় পরিকল্পনা করো।
তারপর সুদৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হও।

[অথর্ববেদ : ১০.২.২৬]

যারা সাহস ও উদ্দীপনা নিয়ে
কঠোর পরিশ্রম করে,
প্রভু কেবল তাদেরই সাহায্য করেন।
অলস ও ঘুমকাতুরে লোক
প্রভুর সান্নিধ্যলাভের অযোগ্য।
যারা দুঃখবিলাসী ও ভাগ্যবাদী কর্মবিমুখ,
তারা কখনো কারো সাহয্য পায় না।

[ঋগ্বেদ : ৫.৪৪.১৪]

যারা কঠোর পরিশ্রমী ও
অপরের কল্যাণে ব্রতী,
প্রভু তাদের অনুগৃহীত ও
সুরক্ষিত রাখেন।

[ঋগ্‌বেদ : ৪.২৫.৬]

নিজেকে এমন গুণে গুণান্বিত করো
যেন পরামর্শ নিতে সবাই
তোমার শরণাপন্ন হয়।

[যজুর্বেদ : ৬.৩১]

উপাসনার নিখাদ আনন্দ
এবং মহৎ গুণাবলির
অনুশীলনের মাধ্যমেই
সুখ অর্জিত হয়।

[সামবেদ : ১৯৪]

শৈশব, তারুণ্য ও বার্ধক্যে—
জীবনের সকল পর্বে
রাগ-ক্রোধের অনিষ্ট থেকে দূরে থাকো।

[সামবেদ : ৩০৭]

প্রভু হে! আমাদের ওপর
স্বর্গীয় সৌরভ বর্ষণ করো এবং
আমাদের কথাকে পরিশীলিত করো।
আমরা যেন সবসময়
মধুর স্বরে কথা বলি।

[সামবেদ : ৩৫৮]

তিনি কামনা-বাসনারহিত,
প্রশান্ত, চিরঞ্জীব ও স্বয়ম্ভু।
তিনি অভাবমুক্ত।
তিনি সন্তুষ্ট হন
কেবল আন্তরিক ভক্তিতে।
জরা-ব্যাধিহীন চিরসজীব
প্রশান্ত এই পরম সত্তার
সম্যক জ্ঞান যে লাভ করে
সে হয় ভয়শূন্য।
এমনকি মৃত্যুও তার কাছে তুচ্ছ।

[অথর্ববেদ : ১০.৮.৪৪]

তোমার দেহ হোক
কল্যাণকর কাজে নিয়োজিত
এক সদাসক্রিয় অস্তিত্ব।

[যজুর্বেদ : ৪.১৩]

এসো, সাহসদীপ্ত পদক্ষেপে
সমস্যার মুখোমুখি হও।
তুমি যতক্ষণ সত্য পথে থাকবে,
কোনো প্রতিবন্ধকতাই
তোমার অগ্রগতি থামাতে পারবে না।

[ঋগ্‌বেদ : ১.৮০.৩]

সাফল্যের জন্যে শুধু ভক্তি যথেষ্ট নয়।
সাফল্যের জন্যে প্রয়োজন
বিরামহীন কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায়।
কেবল তখনই মহাপ্রভু
তাঁর করুণাধারা বর্ষণ করেন।

[ঋগ্‌বেদ : ৪.৩৩.১১]

তোমার অন্তরে কারো প্রতি
শত্রুতা লালন কোরো না।
কাউকেই ভয় করার প্রয়োজন হবে না।

[অথর্ববেদ : ১৯.১৪.১]

নিজের প্রতি যে আচরণ প্রত্যাশা করো,
অন্যদের সাথে একই আচরণ করো।

[যজুর্বেদ : ৪০.৬]

লোভ-লালসা নেকড়ের মতোই সর্বগ্রাসী।
নিজেকে লোভ-লালসামুক্ত করো।

[ঋগ্‌বেদ : ৬.৫১.৪]

যারা ভক্তিপূর্ণ উপাসনা
পরিত্যাগ করে বৈষয়িক স্বার্থসিদ্ধিতে
হুমড়ি খেয়ে পড়ে,
তারা আসলে জীবনে দুশ্চিন্তা ও
হতাশাকেই আমন্ত্রণ করে।

[অথর্ববেদ : ১২.২.৫১]

প্রভু হে!

কুচিন্তা থেকে আমাদের দূরে রাখো।

[যজুর্বেদ : ৪.২৮]

আমরা যেন সর্বদা
মহৎ চিন্তা লালন করি;
কখনো কাউকে কটুকথা না বলি।

[সামবেদ : ১৪০]

সকল জড় ও জীব, নিশ্চল ও চলমান,
মানুষসহ সকল প্রাণ ও
নিষ্প্রাণের অধীশ্বরের নিকট
আমরা আমাদের জীবন উৎসর্গ করছি।

[ঋগ্‌বেদ : ১০.১২১.৩]

জনহিতকর কাজে যারা নিবেদিত,
বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত শক্তি
তাদের সাহায্য করে।

[ঋগ্‌বেদ : ১.৩.৯]

যার মনে সর্বক্ষণ
ঈশ্বরচিন্তা বিরাজমান,
বিষাদের অন্ধকার কখনো
তাকে আচ্ছন্ন করে না।

[ঋগ্‌বেদ : ১০.৪৩.৬]

কেবল পরমেশ্বরে অটল বিশ্বাসই
ভয় ও অজ্ঞতার তমসা
ভেদ করতে সক্ষম।

[ঋগ্‌বেদ : ২.২৭.১১]

প্রভু হে!
অপরের কল্যাণে
অর্থবিত্ত ব্যয়কারীকে
অফুরন্ত সুখ ও উপচে পড়া
প্রাচুর্য দান করো।

[যজুর্বেদ : ৬.১৬.৩৩]

হে পরমেশ্বর!
জ্ঞানদীপ্ত সিদ্ধিপ্রাপ্ত
আদি মুনি-ঋষিগণের দিব্যদৃষ্টিতে
আমাকে ভূষিত করো।

[যজুর্বেদ : ৩২.১৪]

প্রভু হে!
আমাদের সবাইকে এমন বিশ্বাস দাও,
যাতে আমরা আমাদের জীবনকে
মানবতার সেবায় উৎসর্গ করতে পারি।

[ঋগ্‌বেদ : ১.৬১.১৬]

হে সর্বশক্তিমান প্রভু!
ন্যায়ধর্মের পথে আমাদের মনকে
পরিচালিত করো।

[ঋগ্‌বেদ : ১০.২০.১]

হে সর্বশক্তিমান প্রভু!
অবিদ্যার বলি হয়ে ভীরু কাপুরুষে
পরিণত হওয়ার যন্ত্রণাকূপে
আমাদের নিক্ষিপ্ত কোরো না।
হীনবশ্যতার অন্তহীন বন্দিত্বে
অভিশপ্ত কোরো না।

[ঋগ্‌বেদ : ৩.১৬.৫]

হে দীপ্যমান প্রোজ্জ্বল প্রভু!
মহাজ্ঞানী ও দিব্যদ্রষ্টাদের
ন্যায়ধর্মের পথে চলার
অন্তর্দৃষ্টি আমাকে দাও।

[অথর্ববেদ : ১৯.৪৩.১]

প্রকৃতির চিরায়ত আইন অনুসরণ করে
যে ধ্যানমগ্ন হয়, কাজ করে
এবং জীবনযাপন করে
সে প্রজ্ঞার সন্ধান পায়।

[ঋগ্‌বেদ : ১০.৪৭.৬]

ভক্তের কাছে
নিরবচ্ছিন্ন গভীর ধ্যানের মধ্য দিয়ে
মহাপ্রভুর ঐশ্বরিক লীলা উন্মোচিত হয়।

[ঋগ্‌বেদ : ৫.১২.৬]

সুখী ও সফল জীবনের জন্যে
তোমার বুদ্ধিমত্তাকে
ইস্পাতের মতো শাণিত করো,
জীবনে সত্যকে একমাত্র
অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করো
এবং পরমেশ্বরের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে
নিজেকে উৎসর্গ করো।

[ঋগ্‌বেদ : ৬.৪৭.১০]

অধিকাংশ মানুষ আজীবন
গৎবাঁধা পথে চলে।
মুষ্টিমেয় জ্ঞানী ব্যক্তি
নিজের জন্যে নতুন পথ
নির্মাণের সাহস করে।

[ঋগ্‌বেদ : ৯.২৩.২]

তোমার কর্তব্য আন্তরিকভাবে পালন করো,
বাকিটা পরমেশ্বরের ওপর ছেড়ে দাও।
তাঁর করুণার ওপর অটল বিশ্বাস রাখো।

[ঋগ্‌বেদ : ৮.১৬.১১]

অতিরিক্ত অর্থবিত্ত মানুষকে
লোভাতুর ও ইন্দ্রিয়সুখের দাস বানায়।
বৈষয়িক তাড়না তার
অন্তর্দৃষ্টিকে কেড়ে নেয়।
অচরিতার্থ কামনা-বাসনার
পরিণাম মর্মযন্ত্রণা,
আর বাসনা চরিতার্থের ফলাফল লোভ।
ফলে ধনসম্পদের
পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়েও
সে অতৃপ্তির প্রচণ্ড তৃষ্ণায় কাতর হয়।

[ঋগ্বেদ : ৭.৮৯.৪]

প্রজ্ঞাসম্পন্ন পুণ্যবান যে ব্যক্তি
মানবজাতির নিঃস্বার্থ সেবায় সদাব্যস্ত হন,
তিনি পরমেশ্বরের প্রিয়পাত্র।
পরমেশ্বরের মাঝেই তিনি লীন হন।

[ঋগ্‌বেদ : ৬.২.২]

মনের আবর্জনা
যারা পরিষ্কার করে না,
আনন্দময় জীবন তাদের জন্যে নয়।
সবসময় যে তার মনকে সজাগ রাখে,
জীবনের রহস্য
তার কাছেই প্রকাশিত হয়।

[ঋগ্‌বেদ : ৮.৪৪.১৫]

জীবনের উত্তাল সাগর পাড়ি দিতে
জ্ঞানীরা দুটো বৈঠা ব্যবহার করেন—
বুদ্ধিমত্তা ও বিশ্বাস।
আর মূর্খরা সাগরের বুকে হাবুডুবু খায়।

[সামবেদ : ৭৮২]

তোমরা কেউই ক্ষুদ্র নও,
ক্ষীণকায় শিশু নও।
তোমরা সকলেই মহান হতে পারো।

[ঋগ্‌বেদ : ৮.৩০.১]

মৌনী সাধুর চেয়ে
জ্ঞানদানকারী গুরু
উচ্চমর্যাদায় অধিষ্ঠিত।
কৃপণ বিত্তবানের চেয়ে
দানশীল ব্যক্তি বহুগুণে উত্তম।

[ঋগ্‌বেদ : ১০.১১৭.৭]

মানুষ যা রান্না করে তা-ই খায়।
মানুষ আপন কর্মফলই ভোগ করে।

[অথর্ববেদ : ১২.৩.৪৮]

বিপন্ন মানুষের প্রয়োজন পূরণে
তোমার অর্থবিত্ত দান করে
পরম প্রভুর ভালবাসা সন্ধান করো—
এটাই জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ।

[সামবেদ : ২৪০]

তোমার শরীর ও মনকে
সর্বোত্তম সুস্থ অবস্থায় রাখো।
এটাই কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনের
প্রাথমিক শর্ত।

[ঋগ্‌বেদ : ৮.১৯.২০]

কোনো ভাই যেন তার ভাইকে,
কোনো বোন যেন তার বোনকে
ঘৃণা না করে।
তোমাদের সকলের কথা ও আচরণে
সম্প্রীতি ও কোমলতার প্রকাশ ঘটুক।
ঐক্যের সুর ও ছন্দে
তোমরা ছন্দায়িত হও।

[অথর্ববেদ : ৩.৩০.৩]

যে তার পিতামাতাকে যথাযথ
শ্রদ্ধা ও সেবা করে না,
সে দুঃখকষ্টে নিপতিত হয়।
আর পিতামাতাকে যে
উচ্চমর্যাদা প্রদান করে,
সে পরম সুখ লাভ করে এবং
সুহৃদ সজ্জনের নিকট প্রশংসিত হয়।

[ঋগ্‌বেদ : ৪.৬.৭]

পরমেশ্বরের সেবক হও;
দরিদ্র অভাবীদের মাঝে
সম্পদ বিতরণ করো।

[ঋগ্‌বেদ : ১.১৫.৮]

উদার দানশীল ব্যক্তি
স্বর্গীয় ঔজ্জ্বল্য লাভ করেন
এবং ভগবৎ গুণে গুণান্বিত হন।

[ঋগ্‌বেদ : ১.১২৫.৫]

যে অসৎ ধনী ব্যক্তি
অভাবী হতদরিদ্র মানুষের জন্যে
ব্যয় করে না,
পরমেশ্বর তার সহায় হন না।
তিনি লোভীর সম্পদ কেড়ে নেন
আর দানশীল ব্যক্তিকে
উদারহস্তে ঢেলে দেন।

[ঋগ্‌বেদ : ৫.৩৪.৭]

পরিশ্রমী দরিদ্রদের
প্রাপ্য অংশ না দিয়ে
যারা তাদের শোষণ করে,
প্রভু হে!
তুমি তাদের ধনসম্পদ কেড়ে নাও।

[ঋগ্‌বেদ : ৫.৪২.৯]

প্রভু হে!
আমি যেন সৎপথে
কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে
উপার্জিত সম্পদ
ভোগ করতে পারি,
সেই সুযোগ আমাকে দাও।

[ঋগ্বেদ : ৮.৪.১৭]

যারা দান করে এবং
অপরের কল্যাণে ব্রতী হয়,
তারা সর্বদা আনন্দে থাকে।

[সামবেদ : ২৮৫]

নিশ্চয়ই দৈবের বিধান হলো—
অন্যায়ভাবে অর্জিত ধনসম্পদ
তছনছ হয়ে যাবে।
প্রবৃদ্ধি ঘটবে
ন্যায়সম্মত উপায়ে অর্জিত সম্পদে।
যারা অসৎ পথে ধনসম্পত্তি গড়ে
তারা বিনাশিত হয়।

[অথর্ববেদ : ৭.১১৫.৪]

যখন তুমি পরহিতৈষী কাজে
নিজেকে জড়াবে,
তোমার আয়ের সহস্র পথ খুলে যাবে।
যারা ভালো কাজে দান করে
তারা অবশ্যই প্রভুর আশীর্বাদধন্য।

[অথর্ববেদ : ৩.২৪.৫]

প্রভু হে!
আমার পতন ডেকে আনতে পারে,
চারদিক থেকে আমাকে আষ্ঠেপৃষ্ঠে
শৃঙ্খলিত করতে পারে ও
পরজীবী লতার মতো আমার জীবনীশক্তি
শুষে নেবে এমন সম্পদ থেকে
আমাকে রক্ষা করো।
সকল সম্পদের অধীশ্বর!
তুমিই আসল পরশপাথর।
প্রশান্তি ও সুখদায়ী সম্পদে
আমাকে ধন্য করো।

[অথর্ববেদ : ৭.১১৭৫.২]

শুধু ক্ষুধাই মৃত্যু ডেকে আনে না,
যারা পেটপুরে খায়
তাদেরও মরণ অবশ্যম্ভাবী।

[ঋগ্‌বেদ : ১০.১১৭.১]

কেউ যদি অন্তর থেকে কিছু চায়
এবং তা পাওয়ার জন্যে
আন্তরিকতা ও ধৈর্যের সাথে চেষ্টা করে,
তাহলে সে অবশ্যই তা অর্জন করবে।

[ঋগ্‌বেদ : ১.১০৫.২]

জ্ঞানবান মুনি-ঋষি ও
তোমার পিতামাতার প্রতি
শ্রদ্ধাশীল হও।

[যজুর্বেদ : ২.৭]

ধৈর্যশীল ও অধ্যবসায়ী হও।
তুমি অজ্ঞতা থেকে মুক্তি পাবে।

[যজুর্বেদ : ৩.৬১]

চিন্তা বা কাজে
বিদ্বেষ পোষণ কোরো না।
সর্বদা ন্যায়ধর্মের পথে চলো।

[ঋগ্‌বেদ : ১০.৫৭.১]

ধনুকের তীর নিক্ষেপের ন্যায়
হৃদয় থেকে ক্রোধকে
দূরে নিক্ষেপ করো।
তাহলেই তোমরা
পরস্পরের বন্ধু হতে ও
শান্তিতে বসবাস করতে পারবে।

[অথর্ববেদ : ৬.৪২.১]

একজন নিরীহ মানুষের ক্ষতি যে করে,
সে মানুষ নয়, সে হায়েনা।
তার কাছ থেকে দূরে থাকো।

[ঋগ্‌বেদ : ২.২৩.৭]

যে ক্ষুধার্ত সঙ্গীকে অভুক্ত রেখে
একাই ভূরিভোজ করে এবং
যে স্বার্থপর,
তার সাথে কখনো বন্ধুত্ব কোরো না।

[ঋগ্‌বেদ : ১০.১১৭.৪]

সাহসীরা অজেয়।

[অথর্ববেদ : ২০.৪৭.৩]

হে নেতা! হে পুরোধা!
সদা সতর্ক থাকো
মাতৃভূমির নিরাপত্তায়।

[যজুর্বেদ : ৯.২৩]

সবুজ উপত্যকার নির্জনতায়
ঋষিরা লাভ করেন সজ্ঞা।

[ঋগ্‌বেদ : ৮.৬.২৮]

যোগ-ধ্যানের মাধ্যমে আমরা
অর্জন করি জ্ঞান, সৌন্দর্য ও ক্ষমতা।
আর স্বর্গীয় জ্যোতিতে স্নাত হয়ে
লাভ করি পরম প্রশান্তি ও তৃপ্তি।

[যজুর্বেদ : ১১.২]

আমার অলঙ্ঘনীয় শাশ্বত বিধান
ভাঙার শক্তি
আর্য বা অনার্য কারো নেই।

[অথর্ববেদ : ৫.১১.৩]

হে মহাজাগতিক নিরাময়কারী!
আমাদের দেহ ও মনকে
সকল রোগব্যাধিমুক্ত করো।

[ঋগ্‌বেদ : ২.৩৩.৩]

আমি মানুষকে
শতবর্ষী হওয়ার শক্তি দিয়েছি।
দেহ-মনকে সুস্থ-সবল রেখে
তোমরা এই আশীর্বাদের
সর্বোত্তম প্রয়োগ ঘটাও।

[ঋগ্‌বেদ : ১০.১৮.৪]

যে মিথ্যার আশ্রয় নেয়,
পরমেশ্বর তাকে নিষ্কৃতি দেন না।

[ঋগ্‌বেদ : ১০.১৪৭.১]

সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য
বোঝার প্রজ্ঞা অর্জন করো।

[সামবেদ : ১৭১]

সর্বোত্তম মহৎ চিন্তারাজি দ্বারা
তোমার অন্তরকে পরিপূর্ণ করো।

[যজুর্বেদ : ১২.১১৩]

আমাদের অন্তর্গত ভাবনার
প্রতিফলন ঘটুক প্রতিটি কাজে।

[অথর্ববেদ : ২.৩০.৪]

হে অন্বেষণকারী,
আপন আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করো
এবং তাতে সম্পূর্ণরূপে লীন হও।

[যজুর্বেদ : ৮.২২]

পথের সন্ধান যার অজানা,
পথ সম্পর্কে অভিজ্ঞজনকে
সে জিজ্ঞাসা করে।
অতঃপর পথপ্রদর্শকের আশীর্বাদ নিয়ে
সে সরলপথের সন্ধান পায়
এবং সেই পথে অগ্রসর হয়।

[ঋগ্‌বেদ : ১০.৩২.৭]

পৈতৃকসূত্রে প্রাপ্ত এবং
স্বনির্মিত শৃঙ্খল থেকে
আমাদের মুক্ত করো।
হে জগদীশ্বর!
পশুপ্রবৃত্তির দাসত্ব থেকে
আমাদের মুক্ত করো।

[ঋগ্‌বেদ : ৭.৮৬.৫]

ইন্দ্রিয়জ কামনা-বাসনাকে
পরাস্ত করতে হলে
ইচ্ছাশক্তিকে সুদৃঢ় করো।

[ঋগ্বেদ : ৫.৩১.৩]

জীবনের দীর্ঘ যাত্রাপথে
প্রতিটি প্রভাতে
বিজয় থেকে বিজয়ে
আমাদের উত্তরণ ঘটুক।

[ঋগ্‌বেদ : ১.১১৩.১৬]

কেউ তার ধনসম্পদ
মহৎ কাজে বা অপরের কল্যাণে
ব্যয় না করে যদি কেবল
নিজের প্রয়োজন পূরণ করতে থাকে,
তাহলে সেই সম্পদ নিঃসন্দেহে নিষ্ফল।
কুক্ষিগত ধনসম্পদই তার সর্বনাশ ঘটাবে।

[ঋগ্‌বেদ : ১০.১১৭.৬]

জ্ঞান সূর্যালোকের ন্যায়
আলোকিত করে জীবন।

[যজুর্বেদ : ২৩.৪৮]

এসো প্রভুর সেবক হই!
গরিব ও অভাবীদের দান করি।

[ঋগ্‌বেদ : ১.১৫.৮]

নিজের ভেতরের শত্রুকে
বিনাশে সক্ষম
এমন উপদেশাবলির প্রতি
মনোযোগী হও।

[যজুর্বেদ : ৬.১৯]

জীবনের প্রতিটি স্তরে
অনিয়ন্ত্রিত রাগ-ক্রোধ থেকে
দূরে থেকো।

[সামবেদ : ৩০৭]

ঈর্ষা থেকে হৃদয়কে মুক্ত করো।
সহিংসতা থেকে বিরত থাকো।

[সামবেদ : ২৭৪]

বিশ্বজনীন মমতার স্বাদ যে পেয়েছে,
সে সকল প্রাণের মাঝেই
নিজের অস্তিত্ব খুঁজে পায়।
যে নিজেকে পরমাত্মার অংশ মনে করে,
সে কখনো অন্যের দিকে
অবজ্ঞাভরে তাকায় না।
সে কখনো কাউকে ঘৃণা করে না।
তাই ঘৃণা দুঃখ বেদনাও
তাকে স্পর্শ করতে পারে না।

[যজুর্বেদ : ৪০.৬]

হে মানবজাতি!
তোমরা সম্মিলিতভাবে
মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত হও।
পারস্পরিক মমতা ও শুভেচ্ছা নিয়ে
একত্রে পরিশ্রম করো।
জীবনের আনন্দে সম-অংশীদার হও।

[অথর্ববেদ : ৩.৩০.৭]

ওঠো! জাগো!
সত্যের পতাকা সমুন্নত রাখো।
দৃপ্ত পদক্ষেপে এগিয়ে যাও
অন্যায় অসত্যের বিনাশে।

[ঋগ্‌বেদ : ১০.১০৩.১৩]

ভ্রাতৃসঙ্ঘে
সকল মানুষ সমান।
কেউ ছোট নয়,
কেউ বড় নয়।

[যজুর্বেদ : ১৬.১৫]

হে মানুষ!
সুষম জীবনাচার অনুসরণ করো।
ধরিত্রী থেকে আহৃত খাবার ও
পানীয় সমভাবে বণ্টন করো।
একটি চাকার শিকগুলো
সমভাবে কেন্দ্রে মিলিত হলে
যেমন গতির সঞ্চার হয়
তেমনি সাম্য-মৈত্রীর ভিত্তিতে
ঐক্যবদ্ধ হও।
তাহলে অগ্রগতি অবধারিত।

[অথর্ববেদ : ৩.৩০.৬]

অনন্ত প্রশান্তির জন্যে আমরা
মহাপ্রভুর মহিমার ধ্যান করি।

[অথর্ববেদ : ১৯.৯.৪]

হে সর্বশক্তিমান প্রভু!
যন্ত্রণাদানকারী দুর্বৃত্ত, লোভী ও
পরশ্রীকাতর শত্রুর শত্রুতা থেকে
আমাদের নিরাপদ রাখো।

[ঋগ্বেদ : ১.১৮৯.৫]

অবিদ্যার অন্ধকার পর্দা ভেদ করে
মুক্ত আলোয় বেরিয়ে আসো।

[সামবেদ : ৩১৯]

সত্যকে তিনিই উপলব্ধি করেছেন,
যিনি জানেন দৃশ্যমান সুতার ভেতরে
প্রবহমান রয়েছে অদৃশ্য সুতা।

[অথর্ববেদ : ১০.৮.৩৭]

ব্রহ্মার সাথে
একাকার হয়ে যাওয়াই
পরিপূর্ণ স্বাধীনতা।

[অথর্ববেদ : ৭.১০০.১]

একজন সমর্পিতের মতো
বাঁচো এবং কাজ করো।
তাহলেই তুমি
পরিতৃপ্ত সফল জীবনের
অধিকারী হতে পারবে।
অমর হতে পারবে।

[অথর্ববেদ : ১৫.১৭.১০]

আদিতে তিনিই ছিলেন।
সৃষ্টির সবকিছুর উৎসও তিনিই।
সমগ্র অস্তিত্বের তিনিই প্রভু।
আকাশ ও ভূমণ্ডলে বিরাজমান
সবকিছুর তিনিই লালনকারী।
অন্য কারো কাছে নয়,
শুধু সেই মহাপ্রভুর কাছেই
আমাদের সবকিছু সমর্পণ করছি।

[অথর্ববেদ : ৪.২.৭]

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন
quantummethod.org.bd

ISBN : 978-984-37-0362-0